মাতৃভাষা দিবস নিয়ে মিথ্যা অপপ্রচারঃ প্রজ্ঞাপন

টোকিওতে ২১শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার (২০১০), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনে জাপান বাংলাদেশ সোসাইটির আয়োজনে একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে, এটি কোন ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান নয়। এ প্রসঙ্গে একটি মহল উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যা অপপ্রচারা চালাচ্ছে যা টোকিও শহীদ মিনারের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ বিষয়ে সবাইকে অবগত ও সতর্ক করার জন্য নিম্নলিখিত তথ্য তুলে ধরা হলো।

১) জাপান বাংলাদেশ সোসাইটি একটি রেজিষ্টার্ড আন্তর্জাতিক এনপিও (এনজিও)। টোকিও শহীদ মিনার সংলগ্ন চত্বরে জাপান বাংলাদেশ সোসাইটি আয়োজিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে, মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। অনুষ্ঠানে বাঙ্গালী, জাপানী, আমেরিকান, ইউরোপিও ও এশিয়ার অনেক দেশের মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রতি ভালবাসার এই বহিপ্রকাশকে কলুষিত করার প্রচেষ্টা ন্যাক্কারজনক। বাংলাদেশের মাটিতে বাংলাদেশীদের শহীদ দিবস পালন ও বিদেশের মাটিতে বিদেশীদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন সমার্থক নয়।

২) টোকিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনে শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে কোন পিঠা পুলির উৎসব করা হয়নি। এ বছর একুশ উদযাপিত হয়েছে রবিবারে, সেই সুবাদে প্রচন্ড শীতের মধ্যে আগতরা যাতে ঠান্ডায় জমে গিয়ে অসুস্থ হয়ে না পড়েন, সে জন্য বিশেষ বিবেচনায় গরম পিঠা ও চায়ের চায়ের সামান্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তবে তার কোন ব্যবসামূলক উদ্যেশ্য নেই। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশেও একুশে ফেব্রুয়ারীর দিনে শহীদ মিনারের আশে পাশে অনেক ধরনের দোকান বসে। খেলনার দোকান থাকে, চায়ের স্টল থাকে, থাকে ফুচকা-চটপটি খাবারের দোকান, যেখানে প্রভাত ফেরীতে অংশগ্রহণকারীদের ভীড় দেখা যায়। এ নিয়ে কোন ব্যক্তির চরিত্র হননের অবকাশ নেই।

৩) এই সামান্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা বাংলাদেশ দূতাবাস ও প্রবাসের অন্যতম প্রবাসী সংগঠনগুলিকেও জানানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে টোকিওর নিশিগুচি পার্ক প্রাঙ্গনে বাংলাদেশের প্রবাসী সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা এবং দূতাবাসের কর্মকর্তারা খুশীমনে বিদেশীদের এই আয়োজনকে স্বাগত জানিয়েছেন, তাতে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁরা জানেন এবারের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস রবিবার পড়েছে বিধায় এটি একটি বিশেষ আয়োজন। একটি আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন করা হয়েছে যাতে সব দেশের মানুষের সমান অধিকার আছে, কোন উৎসবের আয়োজন করা হয়নি।

৪) অনেক কষ্টের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে টোকিও শহীদ মিনার। এর প্রতিষ্ঠাকালে, সংবাদপত্রে শহীদ মিনার প্রাঙ্গনকে জুয়ার আড্ডা, শুড়িখানা, ক্লাবে পরিবেষ্টিত বলে অপপ্রচার চালানো হয়েছিল। তার পরেও প্রবাসী ও জাপানীদের সহযোগিতায় এবং বাংলাদেশ সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাস্তবায়িত হয়েছে টোকিও শহীদ মিনার। একে নিয়ে মিথ্যাচার ও নোংরামী করে এর ক্ষতি করার অপচেষ্টা অবশ্যই বর্জনীয়।

নিবেদক

সম্পাদক, অভিবাস

(একটি জাপান বাংলাদেশ সোসাইটি প্রকাশনা)